182.Nb.935.8.

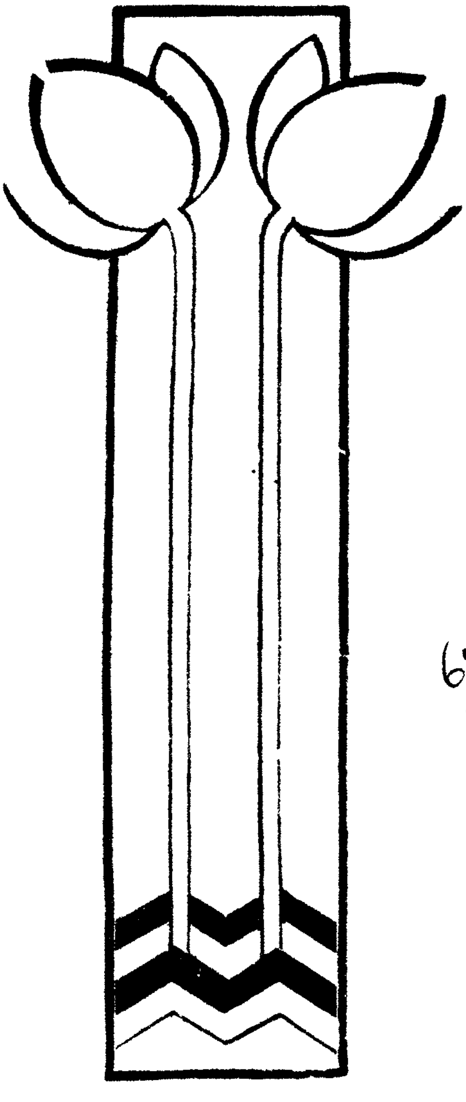

659-16
22.7.
7.3.

অভিনয়—

নিউ এম্পায়ার থিয়েটার
১১ই, ১২ই ও ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৬।

নৃত্যনাট্য

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

2136450
20.7.37.
5.5.54

National Library. Calcutta.
Rare Book Division.

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

চিত্রাঙ্গদা

প্রথম সংস্করণ ... ফাল্গুন, ১৩৪২

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
4000
CALCUTTA

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

দৃশ্য

মণিপুর অরণ্য

মণিপুর প্রাসাদ

পাত্র

অর্জ্জুন—(ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী)

চিত্রাঙ্গদা—মণিপুর-রাজকন্যা পুরুষবেশী

সখীগণ

মদন

অর্জ্জুনের বন্যপরিচর

গ্রামবাসীগণ

বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য্য নয়। যে পাখীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।

চিত্রাঙ্গদা

১

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হোলো তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্ব্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

প্রথম গানে আছে নাটকের মর্ম্মকথা।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবন-কুঞ্জবনে ॥
এল হৃদয়-শিকারে,
এল গোপন পদ-সঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণ-বিজড়িত অন্ধকারে ॥
পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্য্য পরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধন দীক্ষা,
সর্ব্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারিধারে ॥

এসো সুন্দর নিরলঙ্কার,
এসো সত্য নিরহঙ্কার,
স্বপ্নের দুর্গ হানো,
আনো মুক্তি আনো,
ছলনার বন্ধন ছেদি'
এসো পৌরুষ-উদ্ধারে ॥

(প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার শিকার আয়োজন)

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্ব্বত শিখরে,
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝর-কলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণ-দম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখ-চিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ঐ পথপঙ্ক 'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান।

(বনপথে অর্জ্জুন নিদ্রিত। শিকারের বাধা মনে ক'রে চিত্রাঙ্গদার সখী তাঁকে তাড়না করলে।)

অর্জ্জুন

অহো, কী দুঃসহ স্পর্দ্ধা,
অর্জ্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
কোথা তার আশ্রয়!

চিত্রাঙ্গদা

অর্জ্জুন! তুমি অর্জ্জুন!

(বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়)

অর্জ্জুন

হাহা হাহা হাহা হাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে নাই ভয়,
অহো কী অদ্ভুত কৌতুক !

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা

অর্জ্জুন ! তুমি অর্জ্জুন !
ফিরে এসো, ফিরে এসো,
ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান !
বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব ;—
অর্জ্জুন ! তুমি অর্জ্জুন !
হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যর্থনা মহতের,
এল দেবতা তোর জগতের,
গেল চলি'
গেল তোরে গেল ছলি',
অর্জ্জুন ! তুমি অর্জ্জুন !

সখীগণ

বেলা যায় বহিয়া,
দাও কহিয়া
কোন্ বনে যাব শিকারে ।
কাজল মেঘে সজল বায়ে,
হরিণ ছুটে বেণুবনচ্ছায়ে ।

চিত্রাঙ্গদা

(আত্ম-উদ্দীপনার গান)

ওরে ঝড় নেমে আয়।
আয়রে আমার
শুক্‌নো পাতার ডালে,
এই বরষায় নব শ্যামের আগমনের কালে ॥
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজ হয়ে যাক্ সারা ;
যাবার যাহা যাক্ সে চ'লে
রুদ্র নাচের তালে ॥
আসন আমার পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে
কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী
ছুট্‌ল নিরুদ্দেশে,—
পরাণ আমার জাগ্‌ল বুঝি
মরণ অন্তরালে ॥

(পরক্ষণেই চিত্রাঙ্গদার বিরক্তি)

থাক্ থাক্ মিছে কেন এই খেলা আর !
জীবনে হোলো বিতৃষ্ণা,
আপনার 'পরে ধিক্কার।

[সখীদের প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা

বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে !
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্য্যলোকে !
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি',
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি',
ছিল মর্ম্ম-বেদনাঘন অন্ধকারে
জন্ম-জনম গেল বিরহ শোকে ॥
অস্ফুট-মঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সঙ্গীত-শূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গিরিক্ত চির দুঃখরাতি
পোহাব কি নির্জ্জনে শয়ন পাতি' !
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তব আনো ব'হে,
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে ॥

[প্রস্থান

(বন্য অনুচরদের সঙ্গে অর্জ্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য)

২

চিত্রাঙ্গদা

(সখীসহ স্নানে গমন)

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
চঞ্চল প্রাণ ॥
ভাসায়ে দিব আপনারে
ভরা জোয়ারে,
সকল ভাবনা-ডুবানো ধারায়
করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ
হবে নির্ব্বাণ ॥
ঢেউ দিয়েছে জলে।
ঢেউ দিল আমার মর্ম্মতলে।
এ কী ব্যাকুলতা আজি আকাশে,
এই বাতাসে,
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয়
করে রোমাঞ্চ দান,
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে
গুঞ্জর তান ॥

(সখীদের প্রতি)

দে তোরা আমায় নূতন ক'রে দে
নূতন আভরণে।

হেমন্তের অভিসম্পাতে
রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি ;
বসন্তে হোক দৈন্য-বিমোচন
নব লাবণ্য-ধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক্
পল্লব-আবরণে ॥

সখীগণ

বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে,
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দ-চঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে ব'হে যাক্
হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক্ সম্মান
বাঞ্ছিত-সম্মিলনে ॥

[সকলের প্রস্থান

(অর্জ্জুনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন, তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য)

চিত্রাঙ্গদা

আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন।

অর্জ্জুন

ক্ষমা করো আমায়,
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে,
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা

রোদন-ভরা এ বসন্ত
কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহ-বেদনা রাঙালো
কিংশুক-রক্তিমরাগে।

সখীগণ

তোমার বৈশাখে ছিল
প্রখর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন্ বাদল
আনে আষাঢ়ের পালা,
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা

কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারাদিন রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে॥

সখীগণ

কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা
নামিল অশ্রুঢালা।
হায় হায় হায়॥

চিত্রাঙ্গদা

দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে, বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণ-বন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।

সখীগণ

মৃগয়া করিতে
বাহির হোলো যে বনে
মৃগী হয়ে শেষে
এল কি অবলা বালা।
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা

আমি এ প্রাণের রুদ্ধদ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,
দেওয়া হোলো না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে জাগে ॥

সখীগণ

যে ছিল আপন
শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে
হার মানিবার ডালা।—হায় হায় হায় ॥

একজন সখী

ব্রহ্মচর্য্য!
পুরুষের স্পর্দ্ধা এ যে!
নারীর এ পরাভবে
লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী।
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।
জাগো হে অতনু,
সখীরে বিজয়দূতী করো তব,
নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে,
দাও তারে অবলার বল।

(মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজা নিবেদন)

চিত্রাঙ্গদা

আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে বিছায়ে।
যে পুষ্পে গাঁথো পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে, হে অতনু,
আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্য
দিয়ো ঘুচায়ে।
তোমার রণজয়ের অভিযানে
আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে
এঁকে দিয়ো।
আমার শূন্যতা দাও যদি
সুধায় ভরি'
দিব তোমার জয়ধ্বনি
ঘোষণ করি';
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও
আমার কায়ে
দক্ষিণ বায়ে॥

(মদনের প্রবেশ)

মদন

মণিপুর-নৃপ-দুহিতা
তোমারে চিনি,
তাপসিনী।
মোর পূজায় তব ছিল না মন
তবে কেন অকারণ
মোর দ্বারে এলে তরুণী,
কহো কহো শুনি।

চিত্রাঙ্গদা

পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা,
লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা,
কুসুমধনু,
অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু।—
অর্জ্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে হেরিল না নারী,
ফিরাইল, গেল ফিরে,
দয়া করো অভাগীরে,
শুধু এক বরষের জন্যে
পুষ্পলাবণ্যে
মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের মূল্য
মর্ত্ত্যে অতুল্য॥

মদন

তাই আমি দিনু বর,
কটাক্ষে র'বে তব পঞ্চম শর,
মম পঞ্চম শর,
দিবে মন মোহি',
নারী-বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে
পাবে অচিরে,
বন্দী করিবে ভুজপাশে
বিদ্রূপ হাসে।
মণিপুর-রাজকন্যা
কান্ত-হৃদয়-বিজয়ে হবে ধন্যা॥

৩

নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা

এ কী দেখি!
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব্ব-ইতিহাসহারা!
আমি কোন গত জনমের স্বপ্ন;
বিশ্বের অপরিচিত আমি।
আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা,
আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল,
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,
তারপরে ধূলিশয্যা
তারপরে ধরণীর চির অবহেলা।

(সরোবর তীরে)

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।
পুষ্প বিকাশের সুরে
দেহ মন উঠে পূরে',
কী মাধুরী সুগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি'।
সহসা মনে জাগে আশা
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।

আজ মম রূপে বেশে
লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মর্ম্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি' ॥

মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি'।
এ মায়ালাবণ্য মোর, কী অভিসম্পাত।
ক্ষণিক যৌবন-বন্যা
রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া
উন্মাদ করেছে মোরে।

(নূতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য)

স্বপ্নমদির-নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।
বহে মম শিরে শিরে
এ কী দাহ, কী প্রবাহ,
চকিতে সর্ব্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।
ঝড়ের বাতাস গর্জ্জে হারাই আপনায়,
দুরন্ত যৌবন ক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে
দিগন্তে কাহার পানে,
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে
নাহি নাহি কথা ॥

[প্রস্থান

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন

কাহারে হেরিলাম।
সে কি সত্য, সে কি মায়া,
সে কি কায়া,
সে কি সুবর্ণ কিরণে রঞ্জিত ছায়া।

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

এসো এসো যে হও সে হও
বলো বলো তুমি স্বপন নও।
অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা ॥

চিত্রাঙ্গদা

তুমি অতিথি, অতিথি আমার।
বলো কোন্ নামে করি সৎকার।

অর্জ্জুন

পাণ্ডব আমি অর্জ্জুন গাণ্ডীবধন্বা,
নৃপতি-কন্যা।
লহো মোর খ্যাতি,
লহো মোর কীর্ত্তি,
লহো পৌরুষ গর্ব্ব।
লহো আমার সর্ব্ব ॥

চিত্রাঙ্গদা

কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার
এর কাছে মানিবে কি হার—
ধিক্ ধিক্ ধিক্।

বীর তুমি বিশ্বজয়ী,
নারী এ যে মায়াময়ী
পিঞ্জর রচিবে কি
এ মরীচিকার ?
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
লজ্জা, লজ্জা, হায় এ কী লজ্জা,
মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ্য,
এই কি তোমার উপহার—
ধিক্ ধিক্ ধিক্!

অর্জ্জুন

হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার
সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি'।
পৌরুষের সে অধৈর্য্য
তাহারে গৌরব মানি আমি।
আমি তো আচারভীরু নারী নহি,
শাস্ত্রবাক্যে বাঁধা।
এসো সখি, দুঃসাহসী প্রেম
বহন করুক আমাদের
অজানার পথে।

চিত্রাঙ্গদা

তবে তাই হোক্,
কিন্তু মনে রেখো
কিংশুকদলের প্রান্তে এই যে দুলিছে
একটু শিশির,—তুমি যারে করিছ কামনা

সে এমনি শিশিরের কণা
নিমিষের সোহাগিণী ।

কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে
ভাসালো মায়ার ভেলায় ।
স্বপ্নের সাথী এসো মোরা মাতি
স্বর্গের কৌতুক খেলায় ।
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে,
নৃত্য-বিভঙ্গে ।
মাধবীবনের মধুগন্ধে
মোদিত মোহিত মন্থর বেলায় ।
যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি
রোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া
মোহের মদির জলে ।
নবোদিত সূর্য্যের কর-সম্পাতে
বিকল হবে হায় লজ্জা আঘাতে,
দিন গত হোলে নূতন প্রভাতে
মিলাবে ধূলার তলে
কার অবহেলায় ॥

অর্জ্জুন

আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয় ।
শুধু একা পূর্ণ তুমি,
সর্ব্ব তুমি,

বিশ্ববিধাতার গর্ব্ব তুমি,
অক্ষয় ঐশ্বর্য্য তুমি,
এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান,
সব সাধনার তুমি
শেষ পরিণাম।

চিত্রাঙ্গদা

সে আমি যে আমি নই, আমি নই
হায়, পার্থ, হায়,
সে যে কোন্ দেবের ছলনা।
যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর।
শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে
যাও যাও ফিরে যাও।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন

এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ!
এ যে অগ্নিলতা, পাকে পাকে
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে
সর্ব্বাঙ্গ টুটিয়া।

অশান্তি আজ হান্‌ল এ কী দহন জ্বালা।
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে
বেদন ঢালা।

বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,
মরণ-সুতোয় গাঁথল কে মোর
বরণমালা ।
চেনা ভুবন হারিয়ে গেল
স্বপন-ছায়াতে,
ফাগুন দিনের পলাশ রঙের
রঙীন মায়াতে ।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা,
পথ হারানোর লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার আমার
যাবার পালা ॥

৪

(মদন ও চিত্রাঙ্গদা)

চিত্রাঙ্গদা

ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন ;
এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন,
আর কতখন।
শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
সহজে হোতে দাও শেষ।
সুন্দর যাক্ রেখে স্বপ্নের রেশ।
জীর্ণ কোরো না কোরো না
যা ছিল নূতন।

মদন

না না না সখি ভয় নেই, ভয় নেই,
ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা
ফল ধরে সেই।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ
রেখে যাক্ মন্ত্র-স্পর্শ
নবতর ছন্দস্পন্দন।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ-কুসুম চয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।

দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে
মোদের মিলিত নয়নে।
বাহির আকাশে মেঘ ঘিরে আসে
এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো
শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চির জীবনেরি বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহার আঁখিতে ॥

[প্রস্থান

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন

কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশ ভার বহিয়া।
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে।
ছিন্ন করো এখনি বীর্য্যবিলোপী এ কুহেলিকা ;
এই কর্ম্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন্ পরমাদে।

(গ্রামবাসীগণের প্রবেশ)

গ্রামবাসীগণ

হো এল এল এলরে দস্যুর দল,
গর্জ্জিয়া নামে যেন বন্যার জল।
চল্ তোরা পঞ্চগ্রামী,
চল্ তোরা কলিঙ্গধামী,

মল্ল পল্লী হতে চল্,
জয় চিত্রাঙ্গদা বল্
বল্ বল্ ভাইরে,
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাইরে।

অর্জ্জুন

জনপদবাসী শোনো শোনো
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো ?

গ্রামবাসী

তীর্থে গেছেন কোথা তিনি
গোপনব্রতধারিণী,
চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী।

অর্জ্জুন

নারী! তিনি নারী!

গ্রামবাসীগণ

স্নেহবলে তিনি মাতা,
বাহুবলে তিনি রাজা।
তাঁর নামে ভেরী বাজা,
জয় জয় জয় বলো ভাইরে,
ভয় নাই, ভয় নাই, নাইরে।

সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়,
আপনামাঝে শক্তি ধরো
নিজেরে করো জয়।

দুর্ব্বলেরে রক্ষা করো,
দুর্জ্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায়
যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর
না রেখো সংশয়।
ধর্ম্ম যবে শঙ্খরবে
করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে
পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো
কঠিন পরিচয়।

[প্রস্থান

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা

কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ!

অর্জ্জুন

চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
কেমন না জানি
আমি তাই ভাবি মনে মনে।
শুনি স্নেহে সে নারী
বীর্য্যে সে পুরুষ,

শুনি সিংহাসনা যেন সে
সিংহবাহিনী।
জানো যদি বলো প্রিয়ে
বলো তার কথা ॥

চিত্রাঙ্গদা

ছি ছি কুৎসিৎ কুরূপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বল কজ্জল আঁখিতারা।
সন্ধিতে পারে লক্ষ্য
কীণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ
কুটিল কটাক্ষশরে।
নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা
নাহি নিষ্ঠুর সুন্দর রঙ্গ,
নাহি নীরব ভঙ্গীর সঙ্গীত লীলা
ইঙ্গিত ছন্দমধুর ॥

অর্জ্জুন

আগ্রহ মোর অধীর অতি
কোথা সে রমণী বীর্য্যবতী।
কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে,
নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,
ক্ষত্রিয়-বাহুর ভীষণ শোভা ॥

সখীগণ

নারীর ললিত লোভন লীলায়
এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি সখা খেলা হোলো অবসান।
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল
সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি,
সে কি স্বপ্নের দান
সে কি সত্যের অপমান।
দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ,
কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ
পৌরুষ সন্ধান।
এও কি মায়ার দান ?
সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে
যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন সমান ছিন্ন
করি ফেলে একেবারে,
স'বে না স'বে না সে নৈরাশ্য,
ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য,
জানি জানি সখা ক্ষুব্ধ করিবে
লুব্ধ পুরুষ প্রাণ,
হানিবে নিঠুর বাণ॥

অৰ্জ্জুন

যদি মিলে দেখা
তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি
আর্ত্তত্রাণে।
ভোগের আবেশ হতে
ঝাঁপ দিব যুদ্ধ-স্রোতে
আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে
ঝনন্ন ঝনন্ন ঝঞ্জনা বাজে।
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
একাধারে মিলিত পুরুষ নারী।

চিত্রাঙ্গদা

ভাগ্যবতী সে যে,
এতদিনে তার আহ্বান
এল তব বীরের প্রাণে।
আজ অমাবস্যার রাতি
হোক্ অবসান।
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে
দর্শন মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী
ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন॥

সখী

(অর্জ্জুনের প্রতি)

রমণীর মন ভোলাবার ছলাকলা
দূর ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী,
সরল উন্নত বীর্য্যবন্ত অন্তরের বলে
পর্ব্বতের তেজস্বী তরুণ তরু সম,
যেন সে সম্মান পায় পুরুষের।
রজনীর নর্ম্ম সহচরী
যেন হয় পুরুষের কর্ম্মসহচরী,
যেন বাম হস্ত সম
দক্ষিণ হস্তের থাকে সহকারী।
তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয় বীরোত্তম॥

৫

চিত্রাঙ্গদা

লহো লহো ফিরে লহো
তোমার এই বর,
হে অনঙ্গদেব।
মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও
এই মিথ্যার জাল,
হে অনঙ্গদেব।
চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
তোমার পায়ে
আমার অঙ্গশোভা;
অধর-রক্ত-রাঙিমা যাক্ মিলায়ে
অশোক বনে হে অনঙ্গদেব।
যাক্ যাক্ যাক্ এ ছলনা
যাক্ এ স্বপন, হে অনঙ্গদেব ॥

মদন

তাই হোক্ তবে তাই হোক্,
কেটে যাক্ রঙীন কুয়াশা,
দেখা দিক্ শুভ্র আলোক।
মায়া ছেড়ে দিক্ পথ,
প্রেমের আসুক্ জয়রথ,
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ,
দৃষ্টি হতে খ'সে যাক্, খ'সে যাক্
মোহ নির্ম্মোক ॥

[প্রস্থান

৬

চিত্রাঙ্গদার সহচর সহচরীগণ

(অর্জ্জুনের প্রতি)

এসো এসো পুরুষোত্তম,
এসো এসো বীর মম।
তোমার পথ চেয়ে
আছে প্রদীপ জ্বালা'।
আজি পরাবে বীরাঙ্গনার হাতে
দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণ মালা।
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার
শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান
আত্মনিবেদনের ডালা
চরণে করিবে দান।
আজ, পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার
দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণ মালা।

সখী

হে কৌন্তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে, সখী দিয়েছিল ভরি'
সৌন্দর্য্যের ডালি,

নন্দন কানন হতে পুষ্প তুলে এনে
বহু সাধনায়।
যদি সাঙ্গ হোলো পূজা,
তবে আজ্ঞা করো প্রভু,
নির্ম্মাল্যের সাজি
থাক্ প'ড়ে মন্দির বাহিরে।
এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও
সেবিকার পানে॥

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি' মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে
সে নহি নহি,
হেলা করি' মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে
সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হোতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।

সমবেত নৃত্য

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপভঞ্জন।

দোলা দাও বক্ষে,
এঁকে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।
এনে দাও চিত্তে
রক্তের নৃত্যে
বকুল নিকুঞ্জের মধুকর গুঞ্জন।
উদ্বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন।
আনো নব পল্লবে
নর্ত্তন উল্লোল
অশোকের শাখা ঘেরি' বল্লরীবন্ধন॥

এসো এসো বসন্ত ধরাতলে,
আনো মুহু মুহু নব তান,
আনো নব প্রাণ,
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আনো বিশ্বের অন্তরে অন্তরে
নিবিড় চেতনা।
আনো নব উল্লাস হিল্লোল,
আনো আনো আনন্দ ছন্দের হিন্দোলা
ধরাতলে।
ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃঙ্খল
আনো আনো উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা
ধরাতলে।

এসো থরথর কম্পিত
মর্ম্মর মুখরিত
মধু সৌরভপুলকিত
ফুল-আকুল মালতী বল্লী-বিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে।
এসো বিকশিত উন্মুখ,
এসো চিরউৎসুক,
নন্দনপথ-চিরযাত্রী।
আনো বাঁশরী-মন্দ্রিত মিলনের রাত্রি,
পরিপূর্ণ সুধাপাত্র
নিয়ে এসো।
এসো অরুণচরণ কমলবরণ
তরুণ উষার কোলে,
এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
এসো নীরব কুঞ্জকুটীরে,
সুখ-সুপ্ত সরসীনীরে।
এসো তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে
সিন্ধুতরঙ্গ দোলে।
এসো জাগর-মুখর প্রভাতে,
এসো নগরে প্রান্তরে বনে,
এসো কর্ম্মে বচনে মনে।
এসো মঞ্জীর-গুঞ্জর চরণে,
এসো গীতমুখর কলকণ্ঠে,
এসো মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এসো কোমল কিশলয় বসনে।

এসো   সুন্দর যৌবন বেগে
এসো   দৃপ্ত বীর নব তেজে,
ওহে   দুর্ম্মদ করো জয়যাত্রা
জরা-পরাভব-সমরে,
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে ॥

৮ই ফাল্গুন, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন।